কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
উপকরণ-২ শাখা
www.moa.gov.bd

নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০০৮.২১.১৪৬

তারিখ : ১৯ বৈশাখ ১৪৩০
০২ মে ২০২৩

প্রাপকঃ চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার
কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয় : **২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় এমডি-২ সুপার সুইট জাতের আনারসের চারা সহায়তা প্রদান কর্মসূচি বাবদ ৫০২.২০ লক্ষ (পাঁচ কোটি দুই লক্ষ বিশ হাজার) টাকার অর্থ ছাড়করণ ও অগ্রিম উত্তোলণের সরকারি মঞ্জুরি আদেশ।**

মহোদয়,

২০২২-২৩ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের বাজেটের '১২০০০৬৫০৫- কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা' খাতের বরাদ্দকৃত ৫০০০০.০০ লক্ষ (পাঁচশত কোটি) টাকার মধ্যে '৩২৫১১০৯- বীজ ও চারা' উপখাতে বরাদ্দকৃত ৩১৫০০.০০ লক্ষ (তিনশত পনের কোটি) টাকা হতে ৪৯৬.৮০ লক্ষ (চার কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ আশি হাজার) এবং '৩৬৩১১৯৯-অন্যান্য অনুদান' উপখাতে বরাদ্দকৃত ৬০০০.০০ লক্ষ (ষাট কোটি) টাকা হতে ৫.৪০ লক্ষ (পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকাসহ সর্বমোট ৫০২.২০ (পাঁচ কোটি দুই লক্ষ বিশ হাজার) টাকা এমডি-২ সুপার সুইট জাতের আনারসের চারা কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য নিম্নে বর্ণিত ০২ নং অনুচ্ছেদের বিভাজন, ০৩ নং অনুচ্ছেদে সংযুক্ত 'বাস্তবায়ন পদ্ধতি' এবং ০৪ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তাবলীর আলোকে ব্যয় করার জন্য টাঙ্গাইল জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি এবং ০৩ পার্বত্য জেলার (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি) জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির অনুকূলে এতদ্বারা অর্থছাড় ও অগ্রিম উত্তোলনে সরকারি মঞ্জুরি নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করছি। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি এ অর্থ ব্যয়ে ০৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত 'বাস্তবায়ন পদ্ধতি' ও ৪ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তাবলী এবং প্রচলিত যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করবেন।

০২। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এমডি-২ সুপার সুইট গোল্ডেন জাতের আনারসের চারা ব্যবহারের মাধ্যমে আনারসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চারা সহায়তা প্রদান কর্মসূচির জেলাভিত্তিক উপকারভোগী কৃষক ও অর্থ বিভাজন:

ক্র: নং	জেলার নাম	উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা (জন)	চারা পরিমাণ (সংখ্যা)	'৩২৫১১০৯- বীজ ও চারা'	'৩৬৩১১৯৯-অন্যান্য অনুদান'		মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)
				চারার মূল্য (লক্ষ টাকা)	পরিবহন ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আনুষঙ্গিক ও অপ্রত্যাশিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	
১	টাঙ্গাইল	১২০	২৭০০০০	২৪৮.৪০০০০	১.৩৫০০০	১.৩৫০০০	২৫১.১০০০০
২	রাঙ্গামাটি	৪০	৯০০০০	৮২.৮০০০০	০.৪৫০০০	০.৪৫০০০	৮৩.৭০০০০
৩	বান্দরবান	৪০	৯০০০০	৮২.৮০০০০	০.৪৫০০০	০.৪৫০০০	৮৩.৭০০০০
৪	খাগড়াছড়ি	৪০	৯০০০০	৮২.৮০০০০	০.৪৫০০০	০.৪৫০০০	৮৩.৭০০০০
মোট		২৪০	৫৪০০০০	৪৯৬.৮০০০০	২.৭০০০০	২.৭০০০০	৫০২.২০০০০
							(পাঁচ কোটি দুই লক্ষ বিশ হাজার)
প্রত্যেক কৃষক এমডি-২ সুপার সুইট গোল্ডেন জাতের ২২৫০ টি আনারসের চারা পাবেন; এবং প্রতিটি চারার মূল্য ৯২.০০ টাকা ধরা হয়েছে।							

০৩। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় এমডি-২ সুপার সুইট জাতের আনারসের চারা ব্যবহারের মাধ্যমে আনারসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মাঝারি কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে চারা বিতরণ কর্মসূচির **বাস্তবায়ন পদ্ধতি, 'কৃষক তথ্য ছক'** মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

E:\প্রণোদনা ও পুনর্বাসন\pronodona-punorbason-২০২২-২৩\আনারস\জিও এমডি-২ আনারস ৫০২.২ লক্ষ.docx/১

০৪। **কর্মসূচির বাস্তবায়ন এবং এ সংক্রান্ত অর্থ ব্যয়ের শর্তাবলী:**

১. ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে PPA' ২০০৬ ও PPR' ২০০৮ (সংশোধনীসহ) অনুসরণপূর্বক প্রচলিত যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে। কোন অবস্থায়ই কর্মসূচির বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করা যাবে না;

২. প্রণোদনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থাৎ মানসম্পন্ন চারা বিতরণ ও রোপন সম্পর্কে কৃষককে নিয়মিত পরামর্শ/প্রশিক্ষণ প্রদানসহ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা থেকে উর্ধ্বতন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন;

৩. ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়সহ এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ভবিষ্যতে কোন অনিয়ম হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন;

৪. কৃষি প্রণোদনা কার্যক্রম (বীজ সহায়তা) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক নির্বাচন করে অগ্রাধিকার খসড়া তালিকা প্রস্তুত করবেন। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিয়ন্ত্রণে উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি উক্ত খসড়া তালিকা (প্রয়োজনে সংযোজন ও বিয়োজন করে) অনুমোদন, উপকরণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে এ পদ্ধতি ও সরকারি আদেশে বর্ণিত শর্তাবলী অনুযায়ী বাস্তবায়ন করবেন;

৫. এ কর্মসূচির আওতায় আবাদকৃত এমডি-২ সুপার সুইট জাতের আনারসের চারা নির্বাচিত কৃষকের স্বাভাবিক আনারস চাষের অতিরিক্ত হতে হবে। অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত প্রতি কৃষক পরিবারকে আনারস চাষে ০.৫ (অর্ধ) বিঘা জমির জন্য প্রণোদনা সহায়তা প্রদান করা যাবে;

৬. উপজেলা ও জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক কৃষক তালিকা চূড়ান্ত করার পর 'কৃষক তথ্য ছক' পূরণ করে এর সফটকপি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কর্তৃক উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম শুরুর পূর্বে পরিচালক (সরেজমিন উইং), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে সরকারি ই-মেইল আইডি যোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ে (E-mail- input2@moa.gov.bd ও moa.input2@gmail.com) আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করতে হবে;

৭. এ কর্মসূচির আওতায় বিএডিসি কর্তৃক উৎপাদিত এমডি-২ আনারসের চারা বিএডিসি কর্তৃক সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে বিএডিসি'র না দাবী গ্রহণ সাপেক্ষে অবশিষ্ট একই মানের চারা পরিচালক (সরেজমিন উইং) মহোদয়ের সাথে পরামর্শক্রমে উপযুক্ত উৎস থেকে সংগ্রহ করতে হবে;

৮. এ কর্মসূচির আওতায় বিতরণযোগ্য এমডি-২ আনারস বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা, বিশুদ্ধতা এবং উৎপাদন ক্ষমতা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট জাতের কাংখিত মানের হতে হবে এবং সার গুণগত মানসম্পন্ন হতে হবে। কোন অবস্থাতেই বীজ ও সার কাংখিত মানের না হলে সেজন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন;

৯. কর্মসূচির আওতাভুক্ত ০৪ (চার) জেলায় আনারস চাষের উপযোগী জমি ও উপযুক্ত আগ্রহী ২৪০ জন কৃষক এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে; যেন তাদের পাশাপাশি আবাদি জমি থাকে এবং তারা দলবদ্ধভাবে কাজ করে;

১০. খরিপ/২০২২-২৩ মৌসুমে আনারস চাষে সহযোগিতার জন্য অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত প্রতি কৃষক ২২৫০টি আনারস চারা সহায়তা পাবেন;

১১. পরিবহন ব্যয় জেলা হতে উপজেলার দূরত্ব ও ব্যয়ের বাস্তবতার নিরিখে জেলা কমিটি উপজেলাওয়ারী বিভাজন ও বরাদ্দ প্রদান করবেন;

১২. উপজেলাওয়ারী বিভাজনের পর উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি সভা করে আনারস চাষাবাদের উপযুক্ততা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ইউনিয়নভিত্তিক বিভাজন করবেন। তদানুযায়ী উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা আনারস চাষাবাদকারী কৃষকের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করবেন এবং উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি উক্ত অগ্রাধিকার তালিকা অনুমোদন করবেন;

১৩. সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপ-সহকারী কৃষি অফিসার এ কর্মসূচির জন্য মনোনীত (অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত) প্রত্যেক কৃষকের স্ট্যাম্প সাইজের ছবিযুক্ত কৃষি কার্ডের উপকরণ সহায়তা অংশে যথাযথভাবে উপকরণের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করে যথারীতি মাস্টাররোল সংরক্ষণপূর্বক উপকরণ বিতরণ করবেন। কৃষি উপকরণ কার্ড না থাকলে মাস্টাররোলে অবশ্যই উপকরণ গ্রহণকারী কৃষকের স্ট্যাম্প সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্র ও মোবাইল নম্বর যুক্ত করতে হবে। মাস্টার রোলে উপকরণ গ্রহণকারী কৃষক স্বাক্ষর/টিপসহি প্রদান করবেন। উপ-সহকারী কৃষি অফিসার এতে স্বাক্ষর করবেন এবং উপজেলা কৃষি অফিসার এতে প্রতিস্বাক্ষর করবেন;

১৪. এ কর্মসূচির সকল উপকরণ বিতরণ উপজেলা সদর থেকে করতে হবে। সকল উপকরণ কৃষক নিজে গ্রহণ করবেন, কোন অবস্থায়ই প্রকৃত তালিকাভুক্ত কৃষক ছাড়া অন্য কাউকে উপকরণ প্রদান করা যাবে না বা একজনের উপকরণ অন্যজনকে প্রদান করা যাবে না;

১৫. উপকরণ বিতরণে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব প্রাপ্ত এসএএওগণ কারিগরি সহায়তা প্রদান করবেন।

১৬. কর্মসূচির যাবতীয় সমন্বয় রেকর্ডপত্র অডিটের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি/সদস্য সচিব (উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা কৃষি অফিসার) এর অফিসে সংরক্ষিত থাকবে;

১৭. উপজেলা কৃষি অফিসার ও সদস্য সচিব, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি প্রণোদনার জন্য প্রদত্ত উপকরণ বিতরণের নিমিত্ত ব্লক/ ইউনিয়ন ভিত্তিক বিতরণ রেজিস্টার, সংশ্লিষ্ট কৃষকের তালিকাসহ যাবতীয় হিসাবাদি ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করবেন এবং উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করবেন। উপপরিচালক সংশ্লিষ্ট জেলার উপজেলা থেকে প্রাপ্ত উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংরক্ষণ করবেন এবং ১ কপি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন। এবং এর ০১ (এক) কপি টাঙ্গাইল জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি এবং ০৩ পার্বত্য জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে। এছাড়া বিতরণকৃত এ তালিকা ডিএই'র জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে;

১৮. কর্মসূচির প্রকৃত সুফল প্রাপ্তির জন্য যথাসম্ভব দ্রুত এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমাপ্ত হবে, কোনোভাবেই বিলম্বে গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রণোদনা কার্যক্রম শেষ হওয়ার ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে এ অর্থ ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী ও সমন্বয় বিবরণী (অব্যয়িত অর্থ জমা দেয়ার চালানের ছায়ালিপিসহ) অর্থ বিভাগে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক ও সদস্য সচিব, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক **সরকারি ই-মেইলের মাধ্যমে** input2@moa.gov.bd/ moa.input2@gmail.com তে প্রেরণ করতে হবে। পরিচালক, সরেজমিন উইং, উক্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। উক্ত সমন্বয় বিবরণীর ০১ (এক) কপি টাঙ্গাইল জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি এবং ০৩ পার্বত্য জেলার (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি) জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকটও প্রেরণ করতে হবে; এবং

১৯. এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে চলমান অন্যান্য পুনর্বাসন কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা যাতে না হয়, সে বিষয়টি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে নিশ্চিত করতে হবে।

আপনার বিশ্বস্ত,

স্বাঃ/

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব

নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০০৮.২১.১৪৬

তারিখ : ১৯ বৈশাখ ১৪৩০ / ০২ মে ২০২৩

আদেশের ০৪ (চার) কপি এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো। আদেশের এক কপি পৃষ্ঠাঙ্কনপূর্বক চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করার জন্য অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করা হলো।

স্বাঃ/

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন নং ০২৫৫১০০৯৬৪

নং-

তারিখ :

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদেশের অনুলিপি চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা এর নিকট প্রেরিত হলো। এতে অর্থ বিভাগের সম্মতি রয়েছে।

(হোসেন আহমেদ)
উপসচিব
বাজেট-২০ শাখা
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০০৮.২১.১৪৬

তারিখ : ১৯ বৈশাখ ১৪৩০ / ০২ মে ২০২৩

অনুলিপি : জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতা ক্রমানুসারে নয়)

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৪. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত সচিব, (সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ/ সম্প্রসারণ/প্রশাসন) অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক (বীজ), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ (রাঙ্গামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি) ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি।
৮. জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি, টাঙ্গাইল।
৯. উপসচিব, প্রশাসন-৪ (বাজেট) অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(আইবাস ++ এ এন্ট্রি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)**।
১০. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. সিনিয়র তথ্য অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. উপপ্রধান (কৃষি অর্থনীতিবিদ), সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সদস্য-সচিব, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট ০৪টি জেলা)।
১৫. উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)।
১৬. জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট ০৪ টি জেলা) **(জি.ওর বাস্তবায়ন পদ্ধতি/শর্ত মোতাবেক এ প্রণোদনা কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে ব্যয়ের সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতের সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধসহ)**
১৭. উপজেলা কৃষি অফিসার ও সদস্য-সচিব, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট উপজেলা) **(জি.ওর বাস্তবায়ন পদ্ধতি/শর্ত মোতাবেক এ প্রণোদনা কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে খরচের সমন্বয় করে মহাপরিচাক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য)**।
১৮. সহকারী প্রোগ্রামার, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)**।
১৯. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

02/05/2023

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব
E-mail-input2@moa.gov.bd/
moa.input2@gmail.com

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
উপকরণ-২ শাখা

২০২২-২৩ অর্থবছরে এমডি-২ সুপার সুইট জাতের আনারসের চারা ব্যবহারের মাধ্যমে আনারসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চারা সহায়তা প্রদানের কর্মসূচির বাস্তবায়ন পদ্ধতি

প্রণোদনার উদ্দেশ্যঃ

১. রপ্তানিমুখী আনারস আবাদে কৃষকদের উৎসাহিতকরণ, আবাদের এলাকা সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ ।
২. কৃষককে রপ্তানিমুখী আনারস উৎপাদনে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার সম্পর্কে দক্ষ করে তোলা।
৩. আনারস আবাদ বৃদ্ধি ও রপ্তানির মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা।

প্রণোদনা কার্যক্রমের যৌক্তিকতাঃ

দেশের পার্বত্য অঞ্চলে এবং টাঙ্গাইল জেলার মধুপুরে ব্যাপক আনারসের আবাদ হয়ে থাকে। তবে আমাদের বিদ্যমান জাতসমূহ রপ্তানিমুখী নয়। আনারস উৎপাদনের সাথে বাজার এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে অসাঞ্জস্যতার কারণে বাংলাদেশে ভাল বাজার তৈরি হচ্ছে না। বাংলাদেশের টেকসই কৃষিকে বেগবান করতে এম ডি-২ জাতের চাষ করার মাধ্যমে রপ্তানিমুখী আনারস চাষে ও উৎপাদনে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রত্যাশিত সুফল:

প্রস্তাবিত এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে ১২০ বিঘা (১৬ হেক্টর) জমিতে রপ্তানিমুখী আনারস চাষ করা সম্ভব হবে। ১০% চারার মৃত্যুহার ধরে এর থেকে প্রায় ৪,৮৬,০০০টি রপ্তানিযোগ্য আনারস উৎপাদিত হবে। প্রতিটি আনারসের রপ্তানি মূল্য ১২০.০০ হিসেবে মোট আনারসের মূল্য ৫৮৩.২০ টাকা এবং প্রতিটি আনারস থেকে প্রাপ্ত ২টি করে সাকার (মোট ৯,৭২,০০০টি) এর মূল্য ৯২.০০ টাকা হিসেবে ৮৯৪.২৪ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে। অর্থাৎ মোট প্রাপ্ত মূল্য ১৪৭৭.৪৪ লক্ষ টাকা। কর্মসূচিভুক্ত ১২০ বিঘা জমিতে (১৬ হেক্টর) মোট উৎপাদন খরচ ৪৬৯.২১ লক্ষ টাকা। অর্থ্যাৎ ১ টাকা খরচ করে আয় হবে ৩.১৫ টাকা।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি

১. ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে PPA' ২০০৬ ও PPR' ২০০৮ (সংশোধনীসহ) অনুসরণপূর্বক প্রচলিত যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে। কোন অবস্থায়ই কর্মসূচির বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করা যাবে না;
২. প্রণোদনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থাৎ মানসম্পন্ন চারা বিতরণ ও রোপন সম্পর্কে কৃষককে নিয়মিত পরামর্শ/প্রশিক্ষণ প্রদানসহ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা থেকে উর্ধ্বর্তন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন;
৩. ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়সহ এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ভবিষ্যতে কোন অনিয়ম হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন;
৪. কৃষি প্রণোদনা কার্যক্রম (বীজ সহায়তা) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক নির্বাচন করে অগ্রাধিকার খসড়া তালিকা প্রস্তুত করবেন। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিয়ন্ত্রণে উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি উক্ত খসড়া তালিকা (প্রয়োজনে সংযোজন ও বিয়োজন করে) অনুমোদন, উপকরণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে এ পদ্ধতি ও সরকারি আদেশে বর্ণিত শর্তাবলী অনুযায়ী বাস্তবায়ন করবেন;
৫. এ কর্মসূচির আওতায় আবাদকৃত এমডি-২ সুপার সুইট জাতের আনারসের চারা নির্বাচিত কৃষকের স্বাভাবিক আনারস চাষের অতিরিক্ত হতে হবে। অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত প্রতি কৃষক পরিবারকে আনারস চাষে ০.৫ (অর্ধ) বিঘা জমির জন্য প্রণোদনা সহায়তা প্রদান করা যাবে;
৬. উপজেলা ও জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক কৃষক তালিকা চূড়ান্ত করার পর 'কৃষক তথ্য ছক' পূরণ করে এর সফটকপি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কর্তৃক উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম শুরুর পূর্বে পরিচালক (সরেজমিন উইং), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে সরকারি ই-মেইল আইডি যোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ে (E-mail- input2@moa.gov.bd ও moa.input2@gmail.com) আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করতে হবে;
৭. এ কর্মসূচির আওতায় বিএডিসি কর্তৃক উৎপাদিত এমডি-২ আনারসের চারা বিএডিসি কর্তৃক সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে বিএডিসি'র না দাবী গ্রহণ সাপেক্ষে অবশিষ্ট একই মানের চারা পরিচালক (সরেজমিন উইং) মহোদয়ের সাথে পরামর্শক্রমে উপযুক্ত উৎস থেকে সংগ্রহ করতে হবে;
৮. এ কর্মসূচির আওতায় বিতরণযোগ্য এমডি-২ আনারস বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা, বিশুদ্ধতা এবং উৎপাদন ক্ষমতা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট জাতের কাংখিত মানের হতে হবে এবং সার গুণগত মানসম্পন্ন হতে হবে। কোন অবস্থাতেই বীজ ও সার কাংখিত মানের না হলে সেজন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন;
৯. কর্মসূচির আওতাভুক্ত ০৪ (চার) জেলায় আনারস চাষের উপযোগী জমি ও উপযুক্ত আগ্রহী ২৪০ জন কৃষক এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে; যেন তাদের পাশাপাশি আবাদি জমি থাকে এবং তারা দলবদ্ধভাবে কাজ করে;
১০. খরিপ/২০২২-২৩ মৌসুমে আনারস চাষে সহযোগিতার জন্য অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত প্রতি কৃষক ২২৫০টি আনারস চারা সহায়তা পাবেন;
১১. পরিবহন ব্যয় জেলা হতে উপজেলার দূরত্ব ও ব্যয়ের বাস্তবতার নিরিখে জেলা কমিটি উপজেলাওয়ারী বিভাজন ও বরাদ্দ প্রদান করবেন;
১২. উপজেলাওয়ারী বিভাজনের পর উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি সভা করে আনারস চাষাবাদের উপযুক্ততা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ইউনিয়নভিত্তিক বিভাজন করবেন। তদানুযায়ী উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা আনারস চাষাবাদকারী কৃষকের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করবেন এবং উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি উক্ত অগ্রাধিকার তালিকা অনুমোদন করবেন;

১৩. সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপ-সহকারী কৃষি অফিসার এ কর্মসূচির জন্য মনোনীত (অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত) প্রত্যেক কৃষকের স্ট্যাম্প সাইজের ছবিযুক্ত কৃষি কার্ডের উপকরণ সহায়তা অংশে যথাযথভাবে উপকরণের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করে যথারীতি মাস্টাররোল সংরক্ষণপূর্বক উপকরণ বিতরণ করবেন। কৃষি উপকরণ কার্ড না থাকলে মাস্টাররোলে অবশ্যই উপকরণ গ্রহণকারী কৃষকের স্ট্যাম্প সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্র ও মোবাইল নম্বর যুক্ত করতে হবে। মাস্টার রোলে উপকরণ গ্রহণকারী কৃষক স্বাক্ষর/টিপসহি প্রদান করবেন। উপ-সহকারী কৃষি অফিসার এতে স্বাক্ষর করবেন এবং উপজেলা কৃষি অফিসার এতে প্রতিস্বাক্ষর করবেন;

১৪. এ কর্মসূচির সকল উপকরণ বিতরণ উপজেলা সদর থেকে করতে হবে। সকল উপকরণ কৃষক নিজে গ্রহণ করবেন, কোন অবস্থায়ই প্রকৃত তালিকাভুক্ত কৃষক ছাড়া অন্য কাউকে উপকরণ প্রদান করা যাবে না বা একজনের উপকরণ অন্যজনকে প্রদান করা যাবে না;

১৫. উপকরণ বিতরণে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব প্রাপ্ত এসএএওগণ কারিগরি সহায়তা প্রদান করবেন।

১৬. কর্মসূচির যাবতীয় সমন্বয় রেকর্ডপত্র অডিটের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি/সদস্য সচিব (উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা কৃষি অফিসার) এর অফিসে সংরক্ষিত থাকবে;

১৭. উপজেলা কৃষি অফিসার ও সদস্য সচিব, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি প্রণোদনার জন্য প্রদত্ত উপকরণ বিতরণের নিমিত্ত ব্লক/ ইউনিয়ন ভিত্তিক বিতরণ রেজিস্টার, সংশ্লিষ্ট কৃষকের তালিকাসহ যাবতীয় হিসাবাদি ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করবেন এবং উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করবেন। উপপরিচালক সংশ্লিষ্ট জেলার উপজেলা থেকে প্রাপ্ত উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংরক্ষণ করবেন এবং ১ কপি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন। এবং এর ০১ (এক) কপি টাঙ্গাইল জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি এবং ০৩ পার্বত্য জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে। এছাড়া বিতরণকৃত এ তালিকা ডিএই'র জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে;

১৮. কর্মসূচির প্রকৃত সুফল প্রাপ্তির জন্য যথাসম্ভব দ্রুত এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমাপ্ত হবে, কোনোভাবেই বিলম্বে গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রণোদনা কার্যক্রম শেষ হওয়ার ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে এ অর্থ ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী ও সমন্বয় বিবরণী (অব্যয়িত অর্থ জমা দেয়ার চালানের ছায়ালিপিসহ) অর্থ বিভাগে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক ও সদস্য সচিব, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক **সরকারি ই-মেইলের মাধ্যমে** input2@moa.gov.bd/ moa.input2@gmail.com তে প্রেরণ করতে হবে। পরিচালক, সরেজমিন উইং, উক্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। উক্ত সমন্বয় বিবরণীর ০১ (এক) কপি টাঙ্গাইল জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি এবং ০৩ পার্বত্য জেলার (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি) জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকটও প্রেরণ করতে হবে; এবং

১৯. এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে চলমান অন্যান্য পুনর্বাসন কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা যাতে না হয়, সে বিষয়টি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে নিশ্চিত করতে হবে।

০২/০৫/২০২৬

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়

(পুনর্বাসন/ প্রণোদনা কার্যক্রম মনিটরিংয়ের জন্য 'কৃষক তথ্য' ছক (সরকারি ই-মেইলের মাধ্যমে E-mail-input2@moa.gov.bd/ moa.input2@gmail.com-এ **প্রেরণ করতে হবে সে ক্ষেত্রে কর্মকর্তার স্বাক্ষরের প্রয়োজন নেই)**

জেলা ও উপজেলার নাম:
ইউনিয়ন/ পৌরসভার নাম :
গ্রাম/মহল্লা/ওয়ার্ড নং:

নং	কৃষকের নাম	পিতার ও মাতার নাম	কৃষকের জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর	কৃষকের মোবাইল নম্বর	প্রদর্শনী ও এ্যাডাপশন বাবদ সহায়তা প্রাপ্ত বীজ ও সারের পরিমাণ	ফসল উৎপাদন পর্যন্ত সার, বীজ কীটনাশক এর ব্যবহার/ ম্যানেজম্যান্টের জন্য উঠান বৈঠকের সম্ভাব্য সংখ্যা
					বীজের নাম ও জাত- বীজের পরিমাণ- সারের পরিমাণ-	